মুজিবনগরে করোনা আক্রান্তের বাড়ি লকডাউন

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুরে হুময়ান খান নামের আরো ১জন করেনা রোগী সনাক্ত হয়েছে।
শুক্রবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ড.রেজওয়ান আহম্মেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
আর করোনা সনাক্তের রির্পোট হাতে পাওয়ার পর পরই তার বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে।

করেনা আক্রান্ত ব্যক্তি হলেন মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের ইসমাইল খানের ছেলে হুমায়ন খান।
তিনি একজন শিক্ষক ও তার বয়স ৩৫ বছরের মধ্যে বলে জানা গেছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, আক্রান্ত রুগীর আজ থেকে ৫/৬ দিন সর্দি,কাশি ছিলো। তাই হুমায়ন ও তার ভায়ের একসাথে দুজনের নমুনা সংগ্রহ করে কয়েকদিন আগে
কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।সেখান থেকে আজ শুক্রবার হুমায়নের ভায়ের করোনা নেগেটিভ আসলেও হুমায়নের করোনা পজেটিভ আসে।

তিনি আরও জানান,করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসার পর পর তার বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে। হুমায়নের সমস্যার কারনে তার বাড়ির লোকজন গত ৪/৫ দিন থেকে বাড়ির বাহির হত না। তাই পাশের কোন বাড়ি লকডাউন করা হয়নি।আপাতত তার বাড়ি থেকে সকল প্রকার চিকিৎসা চালানো হবে। মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি আক্রান্ত রুগীর বাড়ি লকডাউন ঘোষনা করেন।

উল্লেখ্য : এ নিয়ে মুজিবনগর উপজেলায় মোট ৩ জন ব্যাক্তি করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। তার ভিতরে একজন ব্যাক্তি পুরোপুরি সুস্থ হয়েছে ও ভবেরপাড়া গ্রামের ইদ্রীস আলী শাহ নামের একজন ব্যাক্তি মৃত্য বরণ করেছেন।

মুজিবনগর বল্লভপুরে আরও এক করোনা রোগী সনাক্ত

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুরে আরো ১জন করেনা রোগী সনাক্ত হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ড.রেজওয়ান আহম্মেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেন। আর করোনা সনাক্তের রির্পোট হাতে পাওয়ার পর পরই তার বাড়িসহ আসেপাশের কয়েকটি বাড়ি লকডাউন করার জন্য উপজেলা স্বাস্থ বিভাগের একটি টিম সেখানে হাজির হয়েছে।

পুরো তথ্য যাচাই বাছাই করে বাড়ি লকডাউনের প্রস্তুতি চলছে। করেনা আক্রান্ত ব্যক্তি হলেন মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের। তিনি একজন শিক্ষক ও তার বয়স ৩৫ বছরের মধ্যে বলে জানা গেছে।

উপজেলা স্বাস্থ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে প্রাপ্ত নতুন রিপোর্টে ১ টি পজিটিভ পাওয়া যায়। কয়েকদিন আগে তার নমুনা সংগ্রহ করে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ল্যাবে পাঠানো হলে সেখান থেকে আজ শুক্রবার করেনা রোগে আক্রান্ত বলে নিশ্চিত করা হয়। এদিকে করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসার পর পর তার বাড়ি লকডাউন করার পক্রিয়া চলছে।

উল্লেখ্য : এ নিয়ে মুজিবনগর উপজেলায় মোট ৩ জন ব্যাক্তি করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। তার ভিতরে একজন ব্যাক্তি পুরোপুরি সুস্থ হয়েছে ও ভবেরপাড়া গ্রামের ইদ্রীস আলী শাহ নামের একজন ব্যাক্তি মৃত্য বরণ করেছেন।

মুজিবনগরে লোকসমাগম করে

বিদ্যুৎ বিল লেনদেনঃ ঝুঁকিতে এলাকাবাসী

দেশব্যাপী করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সরকারি ছুটির মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ জরুরী সেবাসমূহ অফিসগুলো সীমিত আকারে চালু রাখার নির্দেশ দিয়েছে।করোনাভাইরাসের কারণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতেও বলে হচ্ছে। কিন্তু মুজিবনগর উপজেলা সাব-জোনাল অফিসে সেই দূরত্ব বজায় রাখা যাচ্ছে না।

মুজিবনগরে ভয়ানক করোনা পরিস্থিতির মধ্যে সামাজিক দূরুত্ব না মেনে অফিসের সামনে লোক সমাগম করে বিদ্যুতের লেনদেন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে মুজিবনগর সাব জোনাল অফিস। রবিবার দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে মুজিবনগর সাব জোনাল অফিসের সামনে লোকসমাগমের এ চিত্র দেখা যায়। এতে করে এলাকবাসি চরম ঝুকির মধ্যে পরে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে মুজিবনগর উপজেলায় ২ জন ব্যাক্তি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে ও এদের মধ্যে ১ জন মারা গিয়েছে। আর সেই থেকে মুজিবনগর সাধারন জনগনের মনে করোনার কঠিন আতংক বিরাজ করছে। আর তারই মধ্যে কোন নিয়ম নিষেধাঙ্গা না মেনে সামাজিক দূরুত্ব বজায় না রেখে চালিয়ে যাচ্ছে তাদের কার্যক্রম। অফিসের সামনে ঠাসাঠাসি করে লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে গ্রাহকদের।

ফলে একদিকে ঝুঁকিতে পড়ছে অফিসটির কর্মকর্তারা, আবার গ্রাহকেরাও পড়ছেন ঝুঁকিতে। মুজিবনগর সাব-জোনাল অফিসরের এজিএম মোতাসিল বিল্লাহ জানান, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে আমরা গ্রহীতাদের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য বার বার অনুরোধ করছি। তবে কিছু ক্ষন সামাজিক দূরুত্ব নিশ্চিত করে লাইনে দারিয়ে সকলে বিল পরিশোধ করছিলো। কিন্তু হঠাৎ করে একটি ছেলে এসে সামনে চলে আসায় গ্রাহকদের ভিতরে বিতর্ক শুরু হয়ে যায়, এবং তখন একটু ঝামেলা সৃষ্টি হয়ে যায়।

তাছাড়া সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী তাদের কয়েকমাসের জরিমানা মওকুফ করা হয়েছে। এবং বিলের জন্যে কোন ধরনের চাপ গ্রাহকদেরকে সৃষ্টি করা হবে না বলে বিভিন্ন মাধ্যেম দিয়ে জানানো হয়েছে। তারপরেও গ্রাহকরা এসে ভীড় জমাচ্ছে। মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম জানান, সামজিক দূরুত্ব না মেনে বিদ্যুৎ বিল লেনদেন চলছে

এমন ঘটনা শোনার পর আমি এজিএম এর কাছে ফোন দিই। এবং সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনার জন্য আমার একজন এসআইকে সেখানে পাঠানো হয়।

মুজিবনগরে যুব সংঘের উদ্যেগে অসহায় ব্যাক্তিদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস ৯ নং ওয়ার্ড যুবসংঘের উদ্যেগে করোনা ভাইরাসের কারনে অসহায় ও কর্মহিন হয়ে পড়া ৫০ টি পরিবারের মাঝে খাবার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকালে সকলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এ সকল খাবার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা আনন্দবাস গ্রামের ০৯ নং ওয়ার্ড যুব সংঘের সভাপতি ইমরান হোসেন, সহ সভাপতি পলাশ হোসেনসহ যুব সংঘের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

যুব সংঘের সভাপতি বলেন, করোনা ভাইরাসরর কারনে বিভিন্ন মানুষ কর্মহীন হয়ে পরেছে। এতে কর্মহীন হয়ে পরা মানুষগুলো অসহায় হয়ে পরেছে। সকলেই খাদ্যে সংকটে ভুগছে। আর আমরা তাদের এই খাদ্য সংকট ঘুচাতে তাদের পাশে দারানোর সিদ্ধান্ত নিই।
পরে আমাদের ক্লাবের সদস্যদের নিজ অর্থায়নে অসহায় ৫০ টি পরিবারের মাঝে এ সকল খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

অভুক্ত সেই পরিবারে খাদ্য সামগ্রী পৌছে দিলেন বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান

মেহেরপুরের মুজিবনগরে লকডাউনে থাকা জিবন ইসলাম নামের সেই অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী পৌছায়ে দিয়ে আসলেন বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন।

মুজিবনগরে লকডাউনে থাকা জিবন ইসলামের পরিবার অভুক্ত শিরোনামে মেহেরপুর প্রতিদিন এ এমন নিউজ প্রকাশ হওয়ায় সেটি দেখার পর শুক্রবার সকালে চেয়ারম্যান তার গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে অসহায় পরিবারটির মাঝে সামগ্রী পৌছায়ে দেন। এছাড়া লকডাউনে থাকা পরিবার গুলোর খাদ্য শেষ হয়ে গেলে পুনরায় জানানোর জন্য বলে আসা হয়।

ইউপি চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন জানান, লকডাউনে থাকা অসহায় সকলের বাসায় খাদ্য সামগ্রী দিয়ে আসার জন্য গ্রাম পুলিশ পাঠানো হয়। যে কোন ভাবে ঐ পরিবারটি বাদ পরে গিয়েছে। তবে মেহেরপুর প্রতিদিনে নিউজটি দেখার পর শুক্রবার সকালে আমার গ্রাম পুলিশের মাধ্যেমে তার বাসায় খাবার সামগ্রী দিয়ে আসি।

প্রসঙ্গত, ব্র্যাকের এক যক্ষাকর্মী করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ায় তার ভাড়াবাড়িসহ আশেপাশের ৬টি বাড়ি বুধবার সকালে লকডাউন করে প্রশাসন।

মুজিবনগরে লকডাউনে থাকা সেই পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী পৌছায়ে দিলো ইউপি সদস্য

মেহেরপুরের মুজিবনগরে লকডাউনে থাকা জিবন ইসলাম নামের সেই অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী পৌছায়ে দিয়ে আসলেন ইউপি সদস্য শংকর

বিশ্বাস।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে মুজিবনগরে লকডাউনে থাকা জিবন ইসলামের পরিবার অভুক্ত শিরোনামে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় এমন নিউজ প্রকাশ হওয়ায় ঐ দিন সন্ধায় ইউপি সদস্য তার বাসায় যেয়ে খাদ্য সামগ্রী পৌছায়ে দিয়ে আসে।

এছাড়া লকডাউনে থাকা পরিবার গুলোর খাদ্য শেষ হয়ে গেলে পুনরায় জানানোর জন্য বলে আসা হয়।

ইউপি সদস্য শংকর বিশ্বাস জানান, লকডাউনে থাকা অসহায় সকলের বাসায় খাদ্য সামগ্রী দিয়ে আসার জন্য গ্রাম পুলিশ পাঠানো হয়। যে কোন ভাবে ঐ পরিবারটি বাদ পরে গিয়েছে। তবে বিকালে মেহেরপুর প্রতিদিনে নিউজ দেখার পর আমার নিজ উদ্যেগে আপাতত কিছু খাদ্য সামগ্রী দিয়ে আসি।

প্রসঙ্গত, ব্র্যাকের এক যক্ষাকর্মী করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ায় তার ভাড়াবাড়িসহ আশেপাশের ৬টি বাড়ি বুধবার সকালে লকডাউন করে প্রশাসন।

মুজিবনগরে লকডাউনে থাকা একটি পরিবার অভুক্ত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের ৬টি বাড়ি বুধবার (২২ এপ্রিল) লকডাউন করা হয়েছে। এদের মধ্যে একটি পরিবারের ৪ সদস্য অভুক্ত সময় কাটাচ্ছেন। সরকারী ও স্থানীয় কোন সহযোগিতা না পেয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করা পরিবারে বাড়ছে ক্ষোভ।

ভুক্তভোগীরা বলেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার কোয়ারিন্টিন করায় তিনি খোঁজ নিতে পারছেন না হয়তো। অন্য কেউ তাদের খোঁজ খবর না নেওয়া অসহায়ত্বের পাশাপাশি চরম ক্ষোভ বাড়ছে।

ভুক্তভোগী জীবন ইসলামের সাথে আজ বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে মোবাইলে যোগাযোগ হলে তিনি বলেন, আমার বাড়িতে চাউলসহ

খাদ্য দ্রব্য তেমন কিছুই নেই। আজ বৃহস্পতিবার সকালে আলু ভর্তা আর ভাত রান্না হয়েছিল। এখনো দুপুরের রান্না হয়নি। বাসায় আমার অসুস্থ বৃদ্ধ মা, স্ত্রী ও শিশু কন্যা রয়েছে। এমন অবস্থায় কিভাবে তাদের আহার জোগাবো তা ভেবে পাচ্ছি না।

জানা গেছে, লকডাউনে থাকা ৬টি পরিবারের মধ্যে তিনটি পরিবার দরিদ্র। এদের মধ্যে কেদারগঞ্জ জামে মসজিদের মোয়াজ্জিন জীবন মিয়া কওমি মাদ্রসার পাচকের কাজ করে সংসার চালাতেন। বেশ কিছুদিন আগে থেকে তার পেশাগত কাজ বন্ধ হলে দিনমজুরী শুরু করেন। লকডাউনে থাকায় এখন তার কোন রোজগার নেই।

প্রশাসন ও স্থানীয়দের সহায়তার বিষয়ে তিনি বলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার কোয়ারিন্টিনে রয়েছেন তাই হয়তো তিনি মোবাইল রিসিভ করছেন না। স্থানীয় ইউপি সদস্য শংকরকে কয়েকবার কল দিলেও তিনি রিসিভ করেননি। কল কেটে দিচ্ছেন।

লক ডাউনে থাকা একজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, সকালে প্রশাসনের পক্ষ থেকে একজন গ্রাম পুলিশ সদস্য লকডাউনে থাকা তিনটি পরিবারে খাদ্য সামগ্রী দিয়ে গেছেন। জীবন ইসলামের কেউ কোন খোঁজ নেয়নি এবং খাবার পৌঁছায়নি।

তবে জেলা প্রশাসক আতাউল গনি বলেন, আমাদের পক্ষ থেকে সব সহায়তা দেয়া হচ্ছে। কারো কোন সমস্যা হলে তিনি আমাদেরকে মোবাইলে জানালে দ্রুত ব্যবস্থা করা হবে।

প্রসঙ্গত, ব্র্যাকের এক যক্ষাকর্মী করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ায় তার ভাড়াবাড়িসহ আশেপাশের ৬টি বাড়ি বুধবার সকালে লকডাউন করে প্রশাসন। ওই দিন মৃত্যু বরণ করা এক ব্যক্তির নমুনা পরীক্ষায় কোভিড-১৯ পজিটিভ হওয়ায় মুজিবনগর উপজেলা আজ বৃহস্পতিবার লক ডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির দাফন ও চিকিৎসায় সংস্পর্শে আসায় মুজিবনগরের ইউএনও, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ওসি (তদন্ত), চিকিৎসকসহ ২৪ জন কোয়ারিন্টিনে গেছেন।

মুজিবনগর লক ডাউন

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা লক ডাউন করেছে জেলা কমিটি। বৃহস্পতিবার ১২টার দিকে এ বিষয়ে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করেন। উল্লেখ্য, গত বুধবার মুজিবনগরের ভবেরপাড়া গ্রামে ইদ্রিস শাহ নামের একজন করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু বরণ করে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ইদ্রিস শাহ করোনা পজিটিভ হওয়ায়। মুজিবনগর উপজেলা লক ডাউন করা হয়েছে।

মুজিবনগরের ব্র্যাক অফিস লকডাউন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ব্র্যাক অফিসের এক স্বাস্থ্য কর্মীর করোনা সনাক্ত হওয়ার পর মুজিবনগর ব্র্যাক অফিস অফিস লকডাউন করা হয়েছে। আজ সকালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: উসমান গনি এ ঘোষনা দেন। একই সঙ্গে ব্র্যাক অফিসের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের অফিসে না এসে বাসায় বসে কাজ করার নির্দেশ দেন। এসময় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. রেজওয়ান আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগর উপজেলা ব্র্যাক অফিসে ২৩ জন স্টাফের মধ্যে ১৭ জন অফিস নিবাসী এবং ৬ জন বিভিন্ন বাড়িতে ভাড়ায় থাকেন। এদের মধ্যে অফিসের ১৭ জনকে অফিসে থাকার এবং বাকি ৬ জনকে নিজ নিজ ভাড়া বাড়িতে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

করোনা সনাক্ত হওয়া ওই কর্মীর বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানার মুন্সিগঞ্জ গ্রামের বাসিন্দা। দাপ্তরিক কাজে গত ২০ তারিখে কুষ্টিয়া গেছিলেন। ওই দিন থেকে হালকা জ্বর ও কাশিতে ভুগছিলেন। তিনি সেই সন্দেহে স্বেচ্ছায় নমুনা পাঠানোর স্বাস্থ্য বিভাগকে জানিয়েছিলেন।

মেহেরপুরে সনাক্ত হওয়া করোনা রোগীর আশেপাশের ১০ বাড়ি লকডাউন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে প্রথম একজনের করোনা সনাক্ত হয়েছে। তিনি বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের স্বাস্থ্য কর্মী। উপজেলা প্রশাসন ওই বাড়িসহ আশেপাশের ১০টি বাড়ি লকডাউনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।
আজ বুধবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো:উসমান গনি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
জানা গেছে, তিনি বল্লভপুরের একটি বাসায় ভাড়া থাকেন। তিনি একজন পুরুষ। তার বয়স আনুমানিক ৩০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে।
মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন জানান, আজ বুধবার সকালে ৫জনের ফলাফল এসেছে। তার মধ্যে একজনের ফলাফল পজেটিভ এসেছে। তার শারিরীক অবস্থা ভালো আছে। তাকে বর্তমানে ওই বাড়িতে রেখেই চিকিৎসা দেওয়া হবে। পরবর্তিতে পরিস্থিতি দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
একই সঙ্গে তিনি এই মুহুর্ত থেকে মেহেরপুর বাসীকে আর ঘর থেকে বের না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।